অর্থাৎ শ্রীযুত গোস্বামী কহিলেন—হে শৌনক! অবিদ্যা-বন্ধন হইতে যাহারা মুক্তি ইচ্ছা করেন, সেই মুমুক্ষু মানবগণ ঘোরমূর্ত্তি ভৈরবাদিকে পরিত্যাগ করিয়া শান্তমূর্ত্তি শ্রীনারায়ণের বিভূতিসকলকে উপাসনা করিয়া থাকেন। কিন্তু দেবতান্তরের প্রতি কোনপ্রকার দোষদৃষ্টি করেন না। এই ১।২।২৬ শ্লোকে মুমুক্ষুজনে হরিভক্তির বৃত্তি দেখান হইয়াছে। "আত্মারামাশ্চমুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতো গুণো হরিঃ॥ হে শৌনক! অহঙ্কাররূপ চিৎ জড়ের গ্রন্থে হইতে নির্মুক্ত আত্মারাম মুনীশ্বরগণও শ্রীহরিগুণে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীহরিতে অহৈতুক ভক্তি করিয়া থাকেন। এই শ্রীমদ্ভাগবতে ১।৭।১০ শ্লোকের প্রমাণে মুক্তপুরুষেও শ্রীহরিভক্তির বৃত্তি দেখান হইয়াছে। যে জন ভক্তিতে অসিদ্ধ অর্থাৎ অজাতরতি এবং ভক্তিসাধনে যে জন সিদ্ধ হইয়াছেন অর্থাৎ হরিতে রতি লাভ করিয়াছেন, এই উভয়বিধ অধিকারীতে ভক্তির বৃত্তি আছে। যথা—

"কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণাঃ।
অঘং ধুন্বন্তি কার্ৎস্ন্যেন নীহারমিব ভাস্করঃ॥

শ্রীশুকমুনি ৬।১।১৫ শ্লোকে শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজকে কহিলেন—হে রাজন্! বাসুদেবপরায়ণ কোন কোন মহানুভবগণ কেবলা ভক্তির প্রভাবে ভাস্কর যেমন কুজ্ঝটিকা বিনাশ করে, তেমনি নিখিল পাপরাশি বিনাশ করিয়া থাকেন। এই প্রমাণে অজাতরতি ভক্তে ভক্তির বৃত্তি দেখান হইল। "ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠস্মৃতিরজিতাত্মসুরভিবিমৃগ্যাৎ, ন চলতি ভগবৎপদারবৃন্দাল্লব নিমিষার্দ্ধমপি স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ" শ্রীহরি যোগীন্দ্র শ্রীল নিমি মহারাজকে কহিলেন—হে রাজন্! ত্রিভুবনবৈভবপ্রাপ্তির সম্ভাবনায়ও শ্রীহরিচরণগত জীবন দেবগণকর্ত্তৃক অন্বেষণীয় শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দ হইতে যাহার লব নিমেষার্দ্ধকালের জন্যও চিত্ত কখনও বিচলিত হয় না, সেইজন বৈষ্ণবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ১১।২।৫১ শ্লোক প্রমাণে জাতরতি ভক্তে ভক্তির বৃত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। ভগবৎপার্ষদদেহপ্রাপ্ত ভক্তজনেও বৃত্তি দেখা যায়। যথা—

"মৎসেবয়া প্রতীতন্তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়াপূর্ণাঃ কিমন্যৎ কালবিপ্লুতম্॥"

৯।৪।৬৭ শ্লোকে শ্রীভগবান বৈকুণ্ঠনাথ ঋষিপ্রবর শ্রীদুর্ব্বাসাকে কহিলেন—হে মুনিবর! আমার সেইসকল নিষ্কাম ভক্তগণ আমার ভক্তির প্রভাবে সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্য নামক চারিটি মুক্তি স্বয়ং উপস্থিত হইলেও